MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

DEPT. OF BENGALI (UG)

ASSIGNMENT

Topics :- (i) বাংলা কাব্য কবিতার জগতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান লেখো,
(ii) বাংলা সাহিত্যের কবি ঈশ্বরগুপ্তের অবদান আলোচনা করো,
(iii) বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করো।

Full Name :- SUJATA JANA

Roll No :- 109

Class :- B.A (Hons.)

Sem :- III

Academic year :- 2023-24

Date of Submission :- 30/11/23

[signature]
14.12.2023
Professor Signature

Sujata Jana
Students Signature

১১) বাংলা কাব্য কবিতার জগতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান লেখো।

উ: ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের বিপুল আলোড়ন ও তরঙ্গ বিক্ষোভের গর্ভ থেকে কাব্য চেতনার নতুন আদর্শ ও গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪ – ৭৩) বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব, বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রবর্তক তিনি, পাশ্চাত্য আদর্শে মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য, পত্রকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি রচনা করে বঙ্গভাষার ভাণ্ডারকে ভরিয়ে তুলেছেন, সমালোচক ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই তাঁর সম্পর্কে বলেছেন —

"মধুসূদন ৭ বছরের মধ্যে ৭০ বছরের ইতিহাস এগিয়ে দিয়ে গেলেন," —

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন —

"আধুনিক বাংলা কাব্য শুরু হয়েছে মধুসূদন দত্ত থেকে, তিনি প্রথম ভেঙেছেন এবং সেই ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে।" —

বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তিনি আধুনিক যুগের প্রথম মহাকবি, প্রথম পত্রকাব্য রচয়িতা, প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, প্রথম সনেটকার এবং প্রথম গীতিকবিও বটে। বায়রনের মতো কবি খ্যাতি লাভ করবার আশায় প্রথমে ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করেন এবং লেখেন —

"The Captive Ladie' এবং 'Visions of the Past' নামক কাব্য (১৮৪৮ - '৪৯)। কিন্তু ঈপ্সিত যশ না পেয়ে বেথুন সাহেবের পরামর্শে এবং বন্ধু গৌরদাস বসাকের অনুরোধে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন, রচনা করেন —

i) তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)
ii) মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)
iii) ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮ ৬১)
iv) বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)
v) চতুর্দশপদী কবিতাবলি (১৮৬৫)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্য ৪ পর্বে রচিত 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য' (১৮৬০), মহাভারতের আদি পর্বের উপাখ্যান অবলম্বনে কাব্যটি রচিত, কাব্যটির মূল বিষয় — দুই দৈত্য ভ্রাতা সুন্দ ও উপসুন্দের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গচ্যুত হয়ে ব্রহ্মার স্মরণাপন্ন হলে দৈববাণী অনুযায়ী বিশ্বের সমস্ত বস্তু থেকে তিল তিল করে সৌন্দর্য আহরণ করে তিলোত্তমা সুন্দরীর সৃষ্টি হয় এবং দুই দৈত্য ভ্রাতা তার অধিকার নিয়ে পরস্পর বিবাদে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিহত হয়। এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য হলো —

i) এতে বাংলা কাব্যে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও শব্দ ব্যবহারের পরীক্ষা লক্ষিত হয়।

ii) এই কাব্যের মধ্য দিয়ে বাংলা আখ্যান কাব্যের সূচনা ঘটে।

iii) অসুর চরিত্রকে হৃদয়ের যে সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কন করেছেন কবি তা বাংলা কাব্যে এর পূর্বে দেখা যায়নি।

iv) পাশ্চাত্য রোমান্টিক কাব্য রচনার প্রকরণগত অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় আলোচ্য কাব্যের মধ্যে।

মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত লক্ষ্মণের হাতে রাবনপুত্র ইন্দ্রজিৎ তথা মেঘনাদের মৃত্যুর কাহিনীকে অবলম্বন করে ৯টি সর্গে কাব্যটি রচিত। কাব্যটির মধ্যে সমগ্র রামায়ণের মোট ৩ দিন ও ২ রাত্রির বর্ননা রচিত হয়েছে। কাব্যটির বিশেষত্ব হলো —

(i) গ্রীক মহাকাব্যের আদর্শে এই কাব্য পরিকল্পিত হলেও এটি খাঁটি মহাকাব্য না হয়ে অলংকারিক বা সাহিত্যিক মহাকাব্য রচিত হয়েছে।

(ii) কাব্যটির কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্র পরিকল্পনায় কবি পাশ্চাত্যের হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিলটন প্রমুখকে অনুসরণ করলেও কাব্যালংকার এবং ভাবাভিব্যঞ্জনায় তিনি ব্যাস - বাল্মিকী কে গ্রহণ করেছেন,

(iii) এই কাব্যে কবি রাম - লক্ষ্মণের তুলনায় রাবন - ইন্দ্রজিৎকে নব যুগের হস্তিতে মহিমান্বিত করেছেন, সেই সঙ্গে Grand fellow রাবনের দুঃখ নৈরাশ্য এবং Favourite Indrajit - এর শোচনীয় পতনকে সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন,

(iv) বীররসে কাব্য রচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কবি করুন রসকে প্রাধান্য করে তুলেছেন কাব্যে, কাব্য ভাষা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনি মাধুর্য, বিষয় গৌরব, সমস্তই মহাকাব্যের উদাত্ততা ও বিশালতাকে ঘনিয়ে তুলেছেন,

মধুসূদন দত্তের 'ব্রজাঙ্গনা' ~~ode~~ ode জাতীয় গীতিকাব্য বিশেষ রচনা, এই কাব্যের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রনতুর্জনেই, আছে যশোদা নন্দনের সুমধুর বংশীধ্বনি, কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ততা রাধার বিলাপোক্তি এই কাব্যের মূল বিষয়, কাব্যটির বিশেষত্ব হলো —

i) বাংলা সাহিত্যে প্রথম ode জাতীয় রচনা হিসেবে কাব্যটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ii) তিনি ব্রজের রাধাকে একান্ত মানবী রূপে উপস্থাপিত করেছে এই কাব্যের মধ্যে।

iii) কাব্যটি পয়ার ত্রিপদী ছন্দের বৈচিত্র্যময় বিন্যাস অন্ত্যমিল প্রবলতা অভিনবত্ব লাভ করেছে, পরম আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে।

প্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের Heroides বা Epistle of Heroins পত্রকাব্যের আদর্শে মধুসূদন দত্ত ভারতীয় পুরাণের অঙ্গনাদের নিয়ে পত্ররীতিতে রচনা করেছেন বীরাঙ্গনা কাব্যখানি। কবির ২২ টি পত্ররচনার পরিকল্পনা থাকলেও ১১টি সম্পূর্ণ পত্র এবং ৫টি অসম্পূর্ণ পত্রে কাব্যটি শেষ করেন, কাব্যের নায়িকারা উনিশ শতকীয় নবজাগরণ প্রসূত দৃঢ়তা নিয়ে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। তাই কবি তাদের বীরাঙ্গনা করে অভিহিত করতে চেয়েছেন। এই কাব্যের বিশেষত্বের দিকগুলি হলো ——

i) এর উৎস প্রাচীন পৌরানিক সাহিত্য, কিন্তু মূল আদর্শ পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং উনবিংশ শতকীয় নারীজাগরণ,

ii) এই কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে নাটকীয় ধর্ম ফুটে উঠেছে তাই অনেকে একে নাটকীয় একোক্তি বলেছেন।

iii) তিলোত্তমায় যে অমিত্রাক্ষরের যে সূচনা, মেঘনাদবধে পূর্ণবিকাশ এবং বীরাঙ্গনায় তার চরম পরিণতি দেখা যায়,

iv) কাব্যটির বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, সমকালীন জীবনদৃষ্টির আলোকে চরিত্রচিত্রন, ভাষা - ছন্দ - অলংকারের কারুকার্য প্রশংসনীয়,

ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে অবস্থানকালে কবি পেত্রার্ক, মিল্টন এবং সেক্সপিয়রের আদর্শে বাংলা সনেট রচনা করেন এবং ~~করেছেন~~ চতুর্দশপদী কবিতাবলি নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। মোট ১০৩টি সনেটের মধ্যে স্বদেশকথা, বাল্যস্মৃতি, নদ-নদী, দেব-দেউল কাব্য কাহিনীর স্মৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। কবি মধুসূদনের নিভৃত অন্তরাত্মা যথার্থই উন্মোচিত এই সনেট সংকলনে,

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কবি মধুসূদন দত্তের অবদানগুলি হলো —

i) মধুসূদনের কাব্য আধুনিক যুগের বার্তাবহ, বাংলা কাব্য নবজাগরণ প্রসূত যুগচেতনা এবং জীবনবোধ সঞ্চারিত করেছেন তিনি,

ii) মধুসূদন পাশ্চাত্য কবিদের আদর্শে কাব্যের বিভিন্ন রূপ ও রীতির সূচনা ঘটিয়েছেন। তিনি বাংলায় মহাকাব্য, গীতিকাব্য, পত্রকাব্য

এবং সনেটের প্রথম উদ্ভাবক।

iii) মধুসূদন বাংলা কাব্যকে পয়ারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক প্রয়োগে বাংলা ভাষাকে আধুনিক যুগোচিত বাণী বহনে সক্ষমতা দান করেছেন।

iv) মানবতাবাদ আধুনিকতার বড়ো লক্ষণ। মধুসূদনের কাব্যের নায়ক-নায়িকারা পৌরাণিক চরিত্র হলেও আধুনিক যুগের ভাব-ভাবনায় ও জীবনবোধের আলোকে চিত্রিত। এককথায় মধুসূদনই প্রথম মানব-মহিমার মহামন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন।

v) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনচিত্ততা, নারী প্রগতি প্রভৃতি চিন্তাভাবনা তাঁর কাব্যকে আধুনিকতার আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

সর্বোপরি বলা যায়, মধুসূদন বাংলা কাব্যে পুরান কাহিনী ও চরিত্রকে নবযুগের নতুন জীবনবোধের আলোকে, অলঙ্কার নৈপুণ্যে, ছন্দের মুক্তি সাধনে, উপযুক্ত শব্দচয়নে, শিল্পবোধ, বলিষ্ঠ কাব্যরূপ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে পুরাতন কাব্যযুগের অবসান ঘটিয়ে নতুন যুগের সূচনা করেছেন। এই সব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বকে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্যায়িত করেছেন এভাবে—

"তিনি কলম্বাসের ন্যায় দুস্তর সমুদ্র পথ অতিক্রম করিয়া নতুন মহাদেশের আবিষ্কার না করিলে সেই নবাবিষ্কৃত ভূমিখণ্ডে নানা বিচিত্র ছাঁদের উপনিবেশ পরম্পরা এত দ্রুত গতিতে গড়িয়া উঠিত না।" —

(বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা)